بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২- ০২/০৫ বৃহস্পতিবার, ২৪ সফর, ১৪৪২ হিজরী ১৫/১০/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"এবং তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ্'র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে যে, আমি একজন মুসলিম" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৩]

যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দাওয়াহ্'বহনকারীদের প্রশংসা করে বলেন: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - **"এবং তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহ্'র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে যে, আমি একজন মুসলিম"** [সূরা ফুসসিলাত: ৩৩], অথচ, শুধুমাত্র ইসলামের একজন দাওয়াহ্'বহনকারী হওয়ায় হাসিনা সরকারের আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর কিছু দুর্বৃত্ত সদস্য **হিযবুত তাহ্‌রীর** -এর কর্মী আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইউনূসকে গত ২ মাসের অধিক সময় যাবৎ অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখেছে। গত ২২ জুলাই, ২০২০, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের ভূগোল বিভাগের এই শিক্ষার্থীকে ঢাকার মোহাম্মদপুরে তার আত্মীয়ের বাসা হতে সাদা পোষাকে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর ৮-১০ জনের একটি দল জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। অতঃপর তার পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় থানা, RAB-এর একাধিক কার্যালয়, ডিবি কার্যালয়, কোথাও গিয়ে তার কোন সন্ধান পাননি। অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগে তার পিতা-মাতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি একাধিক জাতীয় দৈনিকে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী কর্তৃক তার নিখোঁজের সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পরও অদ্যবদী তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি কিংবা তাকে মুক্তিও দেয়া হয়নি।

দুর্বৃত্ত এই আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা মানুষকে যুলুম করতে করতে মানুষের প্রতি এতটাই অবহেলাকারী ও অমনোযোগী হয়ে উঠেছে যে, তারা কাউকে আটকের পর দিনের পর দিন ফেলে রাখে, তাকে বেমালুম ভুলে যায়, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিডিউল না পাওয়ায় সিদ্ধান্তহীনতার অভাবে একজন ব্যক্তিকে অমানবিক পরিবেশে দিনের পর দিন ফেলে রাখে।

হাসিনা সরকারের যুলুমের অন্যতম হাতিয়ার আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদেরকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, **হিযবুত তাহ্‌রীর** -এর নেতা-কর্মীরা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জমীনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, অপরদিকে হাসিনা সরকার তার কাফির-সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সন্তুষ্টি অর্জনে খিলাফতের প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং যার অংশ হিসেবে তারা আপনাদেরকে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান নেতা-কর্মীদের উপর যুলুমের নির্দেশ প্রদান করছে। তাই আল্লাহ্'র ক্রোধকে ভয় করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি হতে শিক্ষা গ্রহন করুন: *"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, যে আমার ওয়ালীকে (তাক্ব'ওয়াবান বান্দা) মর্যাদাহানী করলো, সে আমার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করলো…"* (আল-তাবারানী)।

পরিশেষে আমরা দুর্বৃত্ত আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য ও তাদের নির্দেশদাতা হাসিনা সরকারকে তাদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে সাবধান করছি, এহেন কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে এতটাই ঘৃণ্য অপরাধ যে, যদিও আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, *"ইসলাম তার পূর্বের সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়"* (আহমাদ ও তাবারানী), অর্থাৎ জাহিলিয়্যাতের যুগে সম্পন্ন হওয়া মামলাগুলো নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হলেও, যে কয়েকটি বিষয় ব্যতিক্রম হবে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা এ হাদীসের বর্হিভূত বলে বিবেচিত হবে। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) ক্ষমা ঘোষণার সাথে সাথে কিছু কিছু কাফির ব্যক্তিদের রক্তপাতের ঘোষণা দেন, কারণ তারা সবসময় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত ছিল। এমনকি যদি তারা কাবার চাদর ধরে ঝুলে থাকে তবুও তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তবে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পরবর্তীতে এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে (যেমন: ইকরামা ইবন আবু জাহলকে) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, সেহেতু আসন্ন খিলাফত অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কাউকে ক্ষমা করবেন এবং কাউকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনবেন। সুতরাং, শিক্ষা গ্রহণ করুন, অপরাধের বোঝাকে আর ভারী করবেন না, **হিযবুত তাহ্‌রীর** -এর নেতা-কর্মীদের উপর যুলুম-নির্যাতন করা হতে বিরত থাকুন, গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করুন।

*** فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ***

যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে [সূরা গাফির: ৪০]

হিযবুত তাহ্‌রীর- এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ